বৈজ্ঞানিকী

শ্রীজগদানন্দ রায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ
১৩২৭

উৎসর্গ

সাহিত্যের

উন্নতিবিধানে,

ভাবে ও কর্ম্মে যিনি

দেশে নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন,

বর্ত্তমান ভারতের সেই দীপ্তসূর্য্য মহাকবি ও মনীষী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীচরণ-সমীপে আজ পাঁচফুলে সাজানো এই

সাজিখানি রাখিলাম। ফুলগুলি গন্ধ

ও বর্ণহীন, দীন ভক্তের অর্ঘ্য

বলিয়া তিনি প্রসন্ন দৃষ্টি

দান করিলে

এগুলি

ধন্য হইবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

নিবেদন

যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইল, তাহাদের কতকগুলি পূর্ব্বে "প্রবাসী," "বঙ্গদর্শন" "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি নূতন রচনাও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "অবৈজ্ঞানিক" পাঠক-সাধারণ যাহাতে আলোচিত তত্ত্বগুলিকে অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারেন. প্রবন্ধ রচনাকালে সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি; ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সুধী পাঠক বিচার করিবেন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সূচী

বৈজ্ঞানিকী

—⁕—

দেহশত্রু ও দেহমিত্র

পীড়িত হইলে আমরা ডাক্তার কবিরাজ ডাকি, ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া লই, দর্শনী দিই, ঔষধ সেবন করি, হয় ত সারিয়া যাই, ইহাতে ডাক্তার মহাশয়ের জয়জয়কার হয় এবং লোকটি যে বিচক্ষণ চিকিৎসক, বাড়ীর লোকে, পাড়ার লোকে তাহা বুঝে। কিন্তু এমনও ত দেখা যায়, নিঃসহায় দরিদ্র লোক পীড়িত হইয়াছে, পীড়া খুবই কঠিন, কিন্তু দর্শনী দিয়া চিকিৎসক ডাকে বা ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ কিনিয়া খায় এমন সামর্থ্য তাহার নাই। ক্ষুদ্র কুটীরে সে কিছুদিন পড়িয়া থাকে, তা'র পর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ডাক্তার আসিলেন না, কবিরাজও আসিলেন না, অথচ রোগী রোগমুক্ত হইল। কাজেই স্বীকার করিতেই হয়, মানুষের দেহের ভিতরে এমন কোন সুব্যবস্থা আছে, যাহাতে রোগী কোন চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত রোগমুক্ত হইতে পারে। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলে, ইতর প্রাণীতে এই ব্যাপারটা আরো সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ডাক্তার কবিরাজ নাই, অথচ রোগ আছে। রোগ হইলেই ইহাদের মৃত্যু হয় না,—কিছুদিন অসুস্থ থাকিয়া আপনা হইতেই ইহারা সুস্থ হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক, শরীরের কোন্ বিশেষ ধর্ম্মে, কি প্রকারে চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত আমরা নীরোগ হই, এই রহস্যটির আবিষ্কারের জন্য বহু দিন ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা আজও সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই